Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারজিয়া জাহান

রোলঃ 227021391

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারজিয়া জাহান

রোলঃ 227021391

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারজিয়া জাহান, আইডিঃ 227021391 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্তমান সময়ে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তবের প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

-

(স্বাক্ষর)

মারজিয়া জাহান

আইডিঃ 227021391

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5

মক্তবের ধারণা ও ঐতিহাসিক পটভূমি -.....6

ইসলাম ও শিক্ষা- একই মুদ্রা?.....7

মক্তবের সামাজিক গুরুত্ব -.....8

পারিবারিক জীবনে মক্তবের ভূমিকা-.....9

আধুনিক সমাজে মক্তবের প্রয়োজনীয়তা-.....10

সামাজিক শান্তি ও অপরাধ দমন-.....12

মক্তবের আর্থ-সামাজিক প্রভাব-.....13

উপসংহার -.....17

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলাম এমন কোনো দিক নেই, যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিধান দেয় না। মানবজীবনের প্রতিটি দিক কে ইসলাম পরিশুদ্ধ ও সুন্দর করে তোলে। আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি হলো শিক্ষা। যেখানে পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতই নাযিল করা হয় শিক্ষা কে নির্দেশ করে অর্থাৎ - 'ইক্বরহ!' অর্থ পড়ো। এর মধ্যেই মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রকাশ্য আহবান জানানো হয়েছে। একজন মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে নিজেকে তখনই চিনতে পারে যখন সে শিক্ষার ছায়াতলে আসে। শিক্ষা ছাড়া সে তাকে সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্য বুঝতে পারে না, আর তাই জানতেও পারে না তাকে সৃষ্টির মূল মাকসাদ।

ইসলাম এর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো 'মক্তব'।

মক্তব - এই একটি শব্দ মুসলিম মাত্রই প্রত্যেক মানুষের ছোট বেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। মক্তব বলতে এমন একটি স্থান কে আমরা বুঝি যেখানে ছোট শিশুদেরকে ইসলামের সাথে পরিচয় করানো হয়। সেখানে ছোট ছোট ফুলের মত শিশুরা ইসলামী আদব-আখলাক, নামাজ, কুরআন, মৌলিক ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা লাভ করে থাকে। এই একটি স্থান থেকেই শিশুরা তাদের ধর্ম, তাদের মাকসাদ সম্পর্কে জানতে পারে।

একটা সময় প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, এমনকি শহরের অলগলিতে মক্তব ছিলো। ছিলো মসজিদগুলোতে ফজরের পরে ছোট শিশুদের সূর করে কুরআন তিলাওয়াতের কলকাকলি। মক্তবের খিদমাতে থাকা হাফেজ সাহেব বা আলেমের কাছে গিয়ে বাচ্চারা প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করতো।

তবে উপরের সবটুকুই অনেক আগের চিত্র। বর্তমান পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ, অনুকরণ এর জন্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের সাথে সাথেই অনেক জায়গায় মক্তবের ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। অথচ আজকের সমাজের দিকে তাকালে আমরা নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধ দেখতে পাই, তার সবচেয়ে বড় ও প্রধান কারণ হলো পারথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার ঘাটতি। বর্তমান যুগের বাচ্চারা তাদের ধর্মকে

চিনে না। বরং তারা চিনে পশ্চিমা সংস্কৃতির নায়ক নায়িকাদের। যদি প্রতিটি পাড়া মহল্লায় আবারও মক্তব প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তবে এ অবক্ষয় , এই বিধ্বংসী পরিস্থিতি আরো ভয়ানক আকার ধারণ করতে বাধ্য।

মক্তবের ধারণা ও ঐতিহাসিক পটভূমি -

মক্তব শব্দটি আরবী 'কুতুব' থেকে এসেছে , যার অর্থ লেখা বা অধ্যয়ন করা। আরবী ফেয়েল 'আলকিতাবাতু' মাসদার এর অর্থও লেখা। ধাতুটির উৎপত্তি এখান থেকে।

ইসলামের আগমনের পর থেকেই শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে মক্তবের প্রচলন শুরু হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ স: এর যুগে সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ স: এর কাছে যা শিখতেন, তা আবার নিজেরা একে অপরকে শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাদান ও গ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল মসজিদ, যেখানে তারা কুরআন শিক্ষা দিতেন (রদ্বিয়াল্লহু আনহুম)। আর এখান থেকেই ধীরে ধীরে মক্তবের সূচনা হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যূগে ইসলামি রাষ্ট্র গুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।পরে উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের পরে সুফী ও আলেমগণ গ্রামেগঞ্জে মক্তব স্থাপন করেন। এখান থেকেই মুসলমানদের মধ্যে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়।

বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ায় মক্তবের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গ্রামীন সমাজে শিশুরা ভোরে ফজরের পরে কিংবা বিকালে মক্তবে গিয়ে কুরআন পড়তো, শিখতো, আদব আখলাক শিখতো, নামাজ শিখতো। ফলে ছোট থেকেই তার মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ এর ভিত মজবুত হয়ে গড়ে উঠতো।মক্তব কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয় বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিকতার ভিত্তিও স্থাপন করেছিলো।

কিন্তু আধুনিক স্কুলব্যবস্থার প্রসার ও নগরায়নের কারণে ধীরে ধীরে মক্তবের অবস্থান অনেক সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। যা মুসলিমদের শক্ত হাতে প্রতিহত করা অতীব জরুরী।

ইসলাম ও শিক্ষা- একই মুদ্রা?

ইবনে মাজাহ তে একটি হাদিসে নবিজি স: বলেছেন - 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। '

ইসলামে শিক্ষা অর্জন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ করা হয়েছে। শিক্ষা মানুষের চিন্তা, চেতনা , কর্মজীবনে আলোর দেখা দেয়। দুনিয়াবি ও আখিরাতি উভয়মুখী শিক্ষাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ভারসাম্য রক্ষার জন্যই মক্তব অপরিহার্য।
মক্তব থেকে একটি শিশু শিখে - আল্লহকে চিনতে পারা, আল্লহর প্রতি বিশ্বাস, রবের দেয়া বিধি বিধান, রবের ইবাদাতের পদ্ধতি, উত্তম আখলাক, নৈতিকতা, সততা, শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি , সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তার এই পৃথিবীতে দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি। এসব এর মাধ্যমে একটি শিশু ছোট থেকেই আদর্শ মুসলিম হিসেবে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার পথ খুজে পায়।

মক্তবের সামাজিক গুরুত্ব -

একটি আদর্শ সমাজকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ , ন্যায়নিষ্ঠ রাখতে প্রয়োজন নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত মানুষ। মক্তব ঠিক এই নৈতিক ভিত্তি স্থাপনের মূল কারিগর বা প্রাথমিক ভিত হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একটি শিশু যখন মক্তবে যায়, তখন সে কেবল অক্ষর শেখে না, বরং সে শেখে

আদব- সেটা হতে পারে বসার আদব, দাড়ানোর আদব, খাবার খাওয়ার আদব, কথা বলার আদব;

আচরণ- সেটা হতে একেবারে ছোট একটি প্রাণীর সাথে কি আচরণ করা উচিত তা থেকে শুরু করে গুরুজনদের সাথে করা আচরণ;

মানবিকতা- সেটা হতে পারে আল্লহর কোনো মাখলুককে শুধুমাত্র পানি খাওয়ানো ইত্যাদি।

হুজুরের কাছে সে শিখে কিভাবে কাউকে সম্মান করতে হয়, ছোটদের ভালোবাসতে হয়, মিথ্যা না বলতে হয়, সালাতে খুসুখুযু বজায় রাখতে হয়। এই শিক্ষা স্কুলের পাঠ্যবইতে থাকবে না, কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব গভীর।

যে সকল সমাজে মক্তব আছে, সেখানে সাধারণত দেখতে পাই-

- শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ,
- অপরাধপ্রবণতা ও অসামাজিক আচরন হ্রাস,
- সমাজে সহানুভূতি ও ঐক্য বৃদ্ধি।

আজকের সমাজের চিত্র আমরা যা দেখতে পাই, যে অবক্ষয় , যুবসমাজের অবাধ্যতা, মাদক, অসচ্চরিত্রা , দুর্নীতি ক্রমাগত বাড়ছে- তা এতোটা হতো না যদি প্রতিটি শিশুর ছোটবেলা মক্তবের নৈতিক শিক্ষায় সুবাসিত থাকতো।

পারিবারিক জীবনে মক্তবের ভূমিকা-

একটি পরিবার তখনই সুখী, বারকাহপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ , রবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়, যখন এর সদস্যরা সকলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিজেদের গড়ে তোলে। এর প্রাথমিক অথচ মজবুত ভিত টা তৈরীর শুরুটাই হয় মক্তব থেকে।

যে শিশু মক্তবে যায়, সে আদব আখলাক সম্পর্কে শিক্ষা পায়। পিতা মাতার সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয়, তা মক্তব থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিভাবে সহদোর দের সাথে আচরণ করতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। আত্মীয় স্বজনদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এই বিষয়েও সে শিক্ষালাভ করে। ফলে ধীরে ধীরে সে একজন দায়িত্বশীল মানুষে পরিণত হয়। অনেকসময় ব্যস্ততায় মা বাবারা সন্তানকে ইসলামী আদব আখলাক শেখাতে পারেন না - যা মক্তব দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে।

আজকে যারা বড় বড় ওলামায়ে একরামগণ আছেন, তারা প্রত্যেকেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন যে খাবার খাওয়ার সুন্নাহ টা পর্যন্ত তারা মক্তব থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

আধুনিক সমাজে মক্তবের প্রয়োজনীয়তা-

আজকে আমরা যে আধুনিক সমাজে বসবাস করছি এটি মুলত মোবাইল আসক্তির সমাজ। প্রযুক্তির চমক, তথ্যপ্রবাহ, যেকোনো ইনফরমেশন এর সহজপ্রাপ্যতা , বিশ্বায়নের সুবিধা এখন অনেক অনেক বেড়েছে। সেই সাথে বেড়েছে নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিপর্যয়, মনুষ্যত্বের অভাব।

শিশুদের হাতে আজ মুঠোফোন এতোটাই সহজলভ্য যে তারা এর সদ্ব্যবহার করার আগেই নিজেদের অজান্তেই এর অন্ধকার জগতের সাথে পরিচিত হতে পারছে ফলে নিজেরা এর মধ্যে সহজেই হারিয়ে যাচ্ছে।

শিশুরা আজ মোবাইল, ইন্টারনেট ও টিভির প্রভাবে এমন সব বিষয় দেখছে ও শিখছে, যা তাদের কোমল মনকে কলুষিত করছে। তারা ছোটবেলা থেকেই পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে পড়ে। যার ফলে ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে যেকোনো অন্যায় করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না।

মক্তব অপরদিকে এই মানসিক ভারসাম্যহীনতা কে সমূলে উপড়ে ফেলতে সক্ষম। মক্তব শেখায়-

- প্রযুক্তি ব্যবহার করো, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে
- জ্ঞান অর্জন করো, কিন্তু অহংকার নয়। অহংকার কেবল আল্লহ সুব-হানাহু ওয়া তা'আলার হিজাব।
- আধুনিকতা ভাল, তবে ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে নয়, বরং ইসলাম যে পথ দেখায়, এর চেয়ে উত্তম আধুনিকতা আর কিছুতেই হতে পারে না।

আল্লহ আমাদেরকে যে আদেশ নিষেধ দিয়েছেন, তা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় , তবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যেমন সহজ, তেমনই অপরাধহীন একটি রাষ্ট্র তৈরী সম্ভব। যার ভিত টাই তৈরী হয় মক্তব থেকে।

নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে মক্তবের ভূমিকা -

বলা হয়ে থাকে ইসলাম হলো উত্তম আখলাকের ধর্ম। আমাদের প্রিয় নবীজি রসুলুল্লাহ স: এর কেবলমাত্র উত্তম আখলাক দেখেই মুগ্ধ হয়ে অনেকে ইসলাম ধর্মকে আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন। অনেক কাফের মুশরিক নবীজি স: কে তাঁর ধর্মের জন্য ঘৃণা করলেও তাঁর উত্তম আখলাকের জন্য তাঁরই কাছে আমনত রাখতো। পবিত্র কুরআনে সুরা আহযাবে মহান আল্লহ বলেন-

নিশ্চয়ই তোমার জন্য রসুলুল্লাহ স: এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

এই আদর্শ আনুসরণের প্রথম হাতেখড়িই শুরু হয় মক্তব থেকেই। শিশুরা সেখানে শেখে-

- সত্য বলা
- সবার সাথে উত্তম আচরণ করা
- আমানত রক্ষা করা
- সময়ের সঠিক ব্যবহার
- অপচয় না করা
- অন্যায় থেকে বিরত থাকে

মক্তবের উস্তাজগণ কেবল মাত্র পাঠদাতা নন, বরং তারা শিশুর চরিত্রের নির্মাতা। ছোটবেলা থেকেই এই নৈতিক ভিত তৈরী হলে ভবিষ্যতে সে যত বড় পদেই যাক, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ থাকবে।

সামাজিক শান্তি ও অপরাধ দমন-

একটি মক্তব পুরো মহল্লাকে পরিবর্তন করতে পারে। যে এলাকায় মক্তব আছে, সেখানে সাধারণত মসজিদের উপস্থিতি বেশি হহ, যুবকদের মধ্যে আল্লহভীতি থাকে, সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ে।

যেখানে মক্তব নেই, সেখানে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা না থাকায় বড় হলে সহজেই অপরাধবোধে জড়িয়ে পড়ে।গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়ায়।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে মক্তব একটি সমাজের জন্য নৈতিক নিরাপত্তা বলয়।

মক্তবের আর্থ-সামাজিক প্রভাব-

মক্তব কেবল ধর্মীয় শিক্ষা দেয় না , বরং সমাজের অর্থনৈতিক অ সামাজিক স্থিতিশীলতাতেও ভূমিকা রাখে।

প্রথমত, মক্তব হলে একটি সমাজের মানুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। যেমন একটি মক্তবে হুজুর, মুয়াল্লিম, দেখাশোনাকারী, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকারী ইত্যাদি কিছু পদে মানুষ প্রয়োজন হয়। ফলে যোগ্য অথচ নিম্মবিত্ত মানুষেরা আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করেন।

দ্বিতীয়ত, মক্তব এ সমাজের সচ্ছল মানুষ অর্থাৎ যারা যাকাত দিতে সক্ষম, তারা সহজেই যাকাত প্রদান করতে পারেন। এছাড়া সাদাকাহ করা যায়।

তৃতীয়ত, সমাজের যেকোনো স্তরের পরিবারের সন্তানেরা মক্তবে সহজেই যেতে পারে কারণ মক্তবে কোনো ভেদাভেদ রাখা হয় না।

চতুর্থত, মক্তবের মাধ্যমে সমাজে সহযোগিতার মনোভাব তৈরী হয়। পাড়ার লোকেরা যখন একত্র হয়ে একটি মক্তব পরিচালনা করে, তখন তারা নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত কে মজবুত করে।

মক্তব পরিচালনার উপায়-

প্রতিটি পাড়া মহল্লায় মক্তব স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। তবে এটি তখনই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে যখন একটি মক্তবকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক উদ্যোগ, খালেস নিয়াত, অনেক অনেক দুআ। এর সাথে আনুসঙ্গিক কিছু বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো-

১. উপযুক্ত স্থান নির্বাচন- মক্তব স্থাপন এর সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ, অথবা মসজিদের খুব কাছাকাছি কোনো স্থান। এতে করে বাচ্চারা মসজিদের পরিবেশের সাথে দ্রুত অভ্যস্ত হয় এবং আগ্রহ বাড়ে।

২. যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ- শিশুরা যতটা না কারো কথায় শিখে, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি শিখে কারো টা দেখে। অর্থাৎ শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাই তাদের জন্য এমন

শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন যে কেবল তাজউইদ, ইসলামী আকিদা বিষয়েই জ্ঞানী নন, বরং তার আখলাক, চরিত্র সবকিছুতেই যেনো ইসলামীয় চিন্তাধারা স্পষ্ট থাকে এবং নবিজি স: এর সুন্নাহ মোতাবেক হয়।

৩. পাঠ্যক্রম নির্ধারণ- মক্তবের শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী সঠিক পাঠ্যক্রম তৈরী করা জরুরী। এক্ষেত্রে আমাদের দ্বীনিয়াত কার্যক্রম অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে আল-হামদুলিল্লাহ।

৪. অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা - অভিভাবকদের সক্রিয় ভূমিকা একটি শিশুকে শিক্ষালাভে আরো বেশি আগ্রহী করে তোলে। অনেক বাবা মা ছোটবেলায় পর্যাপ্ত ইসলামি জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে তারাও তাদের সন্তানদের সাথে আগ্রহী হন। এছাড়া মাসিক অভিভাবক সভার আয়োজনে শিশুর অগ্রগতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

৫.স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা- দান ও আনুদান সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা উচিত। যাতে মানুষের আস্থা অটুট থাকে।

মক্তবের আধুনিকীকরণ -

বর্তমানে স্কুলব্যবস্থায় যে শিক্ষাব্যবস্থার অধুনিকতা দেখা যাচ্ছে তার সাথে মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থাও অধুনিকীকরণ করা জরুরী। শুধুমাত্র ঐতিহ্য ধরে রাখলেই হবে না, সময়ের সাথে সাথে শিক্ষাপদ্ধতিতে আনতে হবে সংস্কার।

মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক। যেনো তারা আগ্রহ নিয়ে মক্তবে আসে। ভয় নিয়ে নয়। আল্লহকে পরিচয় করানোর সময় কেবল অন্যায় করলে আল্লহ গুনাহ দিবেন- এভাবেই না বলে তাদেরকে দয়াময় রবের অজস্র গুণএর সাথে পরিচয় করাতে হবে। যেনো তারা ছোট থেকেই আল্লহকে মন থেকে ভালোবাসে।

মক্তবে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে। এতে করে যেকোনো স্তরের মানুষেরা তাদের সন্তানদের নির্দ্বিধায় মক্তবে পাঠাতে আগ্রহী হবেন।

মক্তব পরিচালনাকারী, শিক্ষক গণ - ইত্যাদি সকলেরই আচার ব্যবহারে আনতে হবে উত্তম আখলাকের ছাপ। যেনোবর্তমান যুগের পিতামাতারা বিশ্বাসের সাথেই তাদের সন্তানদের মক্তবে পাঠাতে পারেন।

মক্তবের সময় -

মক্তব আগে হতো ভোর কিংবা বিকালে। তবে বর্তমান জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থার প্রেশারে বাচ্চারা মক্তবে যাওয়ার সময় প্রায় পাচ্ছে না বললেই চলে। এ যেনো পশ্চিমাদের এক নিখুত চাল। শিক্ষাব্যবস্থা এতোটাই আধুনিক করা হোক যেনো বাচ্চারা মক্তবে যাওয়ার পথ ও সময় ভুলে যায়।
এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মক্তবকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ পুরো পাঠদান প্রক্রিয়া বা সারাদিনের ক্লাসের মধ্যে অন্তত একটা ক্লাস বা একটা নির্দিষ্ট সময় রাখা, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধ ইসলামকে শিখবে ও চিনবে। এই ক্লাসে বা সময়ে তাজউইদ হতে শুরু করে একজন মুসলিমের বেসিক যা যা জানা প্রয়োজন, সবটুকুই ধাপে ধাপে ক্লাসভিত্তিক অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মক্তব ও সমাজের উন্নয়ন-

একটি মক্তব একটি সমাজের উন্নয়নের অদৃশ্য শক্তি। একটি পাড়ায় মক্তব থাকলে এটিকে কেন্দ্র করে যে প্রজন্মটি গড়ে ওঠে, সেটি হয় নৈতিক ভাবে উত্তম। নবীজির সুন্নাহ ওয়ালা এক প্রজন্ম, যা নবিজির একটি সুন্নাহকে জীবিত রাখতে চায়। নিজে শিখার পাশাপাশি তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও শেখায়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে শিক্ষার নির্দেশনা -

কুরআনুল কারিমে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব অসংখ্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-
আল্লহ তা'আলা বলেনঃ
পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (সুরা আলাক-০১)

বল হে আমার রব! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সুরা ত্বহা-১১৪)
যে ব্যক্তি আল্লহকে ভয় করে, আল্লহ তাকে জ্ঞান দান করেন। (সুরা আত-তালাক-২)

হাদিসে আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রিয় নবীজি (স) তাঁর বহু হাদিসে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন-

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন এর জন্য কোনো পথে চলে, আল্লহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম)
তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাজ শিক্ষা দাও যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌছায়। (আবু দাউদ)

এই নির্দেশনা গুলো স্পষ্টতই আমাদের ইসলামি শিক্ষা শুরু হওয়ার সঠিক পথ দেখায় এবং সাথে সাথে উপযুক্ত সময় কেও নির্দেশ করে থাকে। মক্তবই সেই পবিত্র দায়িত্ব পালন করে থাকে।

উপসংহার -

আমরা জানি ইসলাম শিক্ষাকে কত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে এবং কিভাবে মক্তব সেই শিক্ষার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পরিচালিত করে। সবদিক বিবেচনায় দেখা যায় - **মক্তব কেবল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি সমাজ গঠনের কেন্দ্রবিন্দু।**

বাস্তব আহবান-

এখন আমাদের প্রত্যেক মুসলিমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। নিজ নিজ এলাকায়, বা পাড়া মহল্লায়-

মসজিদে বা মসজিদের পাশে একটি মক্তব গড়ে তোলা,

স্থানীয় তরুণদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত করা,

অভিভাবকদের সচেতন করা,

মক্তবের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করা,

মক্তবে যাওয়ার সময় সঠিক নির্ধারণ,

প্রয়োজনে জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থায় একে অন্তর্ভুক্ত করা।

এই পদক্ষেপগুলো অনেক বিস্তর, তবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে ইন-শা-আল্লহ। একটি পাড়ায় একটি মক্তব মানেই এক ঝাক আল্লহর ওলিদের তিলাওয়াতের সুমধুর সুর।